দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাবি'র মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তিতে নবীন-প্রবীণের মেলা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, ঘাতক দালাল ও রাজাকারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণ করতে তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আগামী নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগকে পুনর্নির্বাচিত করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। অন্যথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে চলমান ষড়যন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় গিয়ে রাজাকারদের যেমন পুনর্বাসিত করেছিলেন তেমনি বিএনপিসহ চারদলীয় জোট ক্ষমতায় গেলে দেশে 'রাজাকার রক্ষা মন্ত্রণালয়' গঠিত হবে। গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তি উৎসবের আলোচনা সভায় বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র তোফায়েল আহমেদ এ কথা বলেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা ও স্মৃতিচারণ, চা-চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ তার ৫০ বছর পূর্ণ করেছে ১৯৯৯ সালে। বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তি উৎসব পালন উপলক্ষে দীর্ঘ ছ'মাস ধরে চলছিল প্রস্তুতিপর্ব। অনুষ্ঠানের নিখুঁত আয়োজন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের যেমন মন কেড়েছে তেমনি আগত দর্শকদের প্রশংসাও কুড়িয়েছে। দীর্ঘ ৫০ বছরে বিভাগের কলেবর যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের নামকরণ করা হয়েছে মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ। সহস্রাধিক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী আর বিভাগের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গতকাল ক্যাম্পাস জুড়ে যেন নবীন-প্রবীণের মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুবর্ণজয়ন্তি উৎসব উপলক্ষে টিএসসি'র ভিতরে বিশাল প্যান্ডেল, অডিটোরিয়ামের মঞ্চসহ টিএসসি'র ভিতরটা সাজানো হয়েছিল যেন অপূর্ব দর্শনীয়রূপে।

সকাল থেকেই অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী এগুতে থাকে দিনভর আয়োজনের পর্বসমূহ। সকাল সোয়া আটটায় রেজিস্ট্রেশন শেষে পৌনে ন'টায় শুরু হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভার শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক মো. সুলতান হোসেন, শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. সাহাদত আলী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল হাশেম, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক এজেডএম নওশের আলী খান, অধ্যাপক আইইউ আহমেদ, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম। সকাল ১০টায় সম্মাননা প্রদানের পর অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বক্তৃতা করেন। সবশেষে বক্তৃতা করেন প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তোফাজ্জল হোসেন খান। আলোচনা শেষে চা-চক্রের পর নবীন-প্রবীণের অংশ গ্রহণে একটি সুদৃশ্য বর্ণাঢ্য র‍্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে ব্যানার, ফেস্টুন, ক্যাপ, উৎসবের টি-শার্ট আর ঘোড়ার গাড়ি-- কোন কিছুরই কমতি ছিল না।

র‍্যালি শেষে সবাই মিলিত হয় টিএসসিতে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য। মধ্যাহ্ন ভোজ পরবর্তী পর্বটি ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। বিভাগের ৫০ বছর আগের ছাত্ররাও নবীনদের সঙ্গে স্মৃতির ঝাঁপিতে জমানো স্মৃতিচারণ করতে চলে গেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায়। সবাই খোশগল্পে মেতে উঠেছিলেন, যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন ২৫/৩০ কিংবা তারও বেশি বয়সের তারুণ্যের সেই চিরসবুজ দিনগুলোতে। স্মৃতিচারণ আর আড্ডা শেষে সন্ধ্যা নামতেই সবাই ফিরে এসেছে টিএসসি'র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে রাতের খাবার সেরে সবাই বাড়ি ফেরার পথে পা' বাড়াল। কিন্তু দীর্ঘদিন পর একত্রিত হওয়ার কারণে স্বভাবতই তাদের পরস্পরের প্রতি কথা আর গল্প যেন শেষ হয় না। এভাবে রাত সাড়ে ন'টা ১০টা বাজতে সবাই ফিরে গেল স্ব স্ব গন্তব্যে।